সংবাদ

তারিখ 0 9 APR 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

একশন এইডের সেমিনারে উপদেষ্টা

দুর্যোগকবলিত এলাকায় বিশেষ শিক্ষাপঞ্জি প্রণয়ন করবে সরকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের দুর্যোগ প্রবণ ও [illegible] এলাকায় স্কুলগামী শিশুদের পাঠদান কার্যক্রমে বিরতিরোধে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ শিক্ষাপঞ্জী প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

গতকাল প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বেসরকারি সংস্থা একশনএইড আয়োজিত বন্যা ও বন্যা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী এ তথ্য জানান।

একশনএইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীরের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবা নাসরিন এবং একশনএইডের এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি শ্রীয়ানী পেরেরা। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারমীন্ড নিলোর্মী, বেসরকারী সংস্থা বেলা'র সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে'র নাইম ওয়ারা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, একশনএইড'র সেক্টর হেড নাইমা ইমাম

করতে : পৃঃ ২ কঃ ৬

করতে : প্রণয়ন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কমপ্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইয়ান রেক্টর। প্রধান অতিথি একশনএইড প্রণীত নারী সহিংসতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন।

রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, এসব এলাকায় দীর্ঘদিন বন্যার পানি থাকায় স্কুলগামী শিশুদের স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ফলে অনেক শিশু পরবর্তীতে শিক্ষাগ্রহনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এসব সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে ২০০৯ সাল থেকে বিশেষ শিক্ষাপঞ্জি প্রণয়ন করবে সরকার। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এ বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় প্রশাসন, অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিরা। স্থানীয় জনগণই স্থির করবে কতদিন পর্যন্ত তাদের এলাকার স্কুল খোলা রাখা হবে।

দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নারীদের প্রতি সহিংসতারোধে সবাইকে এক সঙ্গে প্রতিরোধ করতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত, নারী নির্যাতন বন্ধে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাশেদা কে. চৌধুরী আরও বলেন, আমাদের দেশে যখনই কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তখনই নারীদের প্রতি সহিংসতা বেড়ে যায়। নারীদের প্রতি শারীরিক, মানসিকসহ নানা রকমের হয়রানি করা হয়ে থাকে যা মানবাধিকার লংঘনের শামিল।

মূল প্রবন্ধে বন্যা ও বন্যা-পরবর্তী নারী নির্যাতনের হার বেড়ে যায় উল্লেখ করে বলা হয়, এ সময় নারীরা দৈহিক নিপীড়ন ছাড়াও নানা রকম মানসিক নিপীড়নের শিকার হন। বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তান ও নেপালের ওপর পরিচালিত গবেষণায় বলা হয়, দুর্যোগকালীন সময়ে সবচেয়ে ঝুকি পূর্ন অবস্থানে থাকে নারীরা। এ কারনেই দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এখন থেকেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। ২০০৭ সালের অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে ফরিদপুর ও গাইবান্ধা জেলার ৪ টি ইউনিয়নের ২৪ টি গ্রামের ও রাজধানী ঢাকার তিনটি ওয়ার্ডে ১৪ থেকে ৭০ বছর বয়সী ৬শ' নারীর ওপর গবেষণা করে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ৭১ শতাংশ নারী দুর্যোগের সময় সহিংসতার শিকার হন।

বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে দুর্যোগকালীন সময়ে নারীরা কি রকম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে তার বর্ণনা দেন গবেষক শ্রীয়ানী পেরেরা।

'সংবাদ' সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- একশন এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর, সেক্টর হেড নাইমা ইমাম চৌধুরী, গবেষক মাহবুবা নাসরিন ও শ্রীয়নী পেরেরা।

একশনএইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, নারী নির্যাতন দুর্যোগকালীন সময়ে বেড়ে যায়। আগামী বর্ষা মৌসুমের আগেই এটা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।